শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান** প্রদত্ত

বাণী

আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে মুক্ত, স্বাধীন হওয়ার দিন। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় অর্জনের দিন ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, শত সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহীদ বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল, শহীদ শেখ রাসেলসহ সকলকে। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। সম্মান জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাকে। যারা স্বজন হারিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। কৃতজ্ঞতা জানাই সকল বন্ধুরাষ্ট্র, সংগঠন ও ব্যক্তির প্রতি, যাঁরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জনে ১৯৭১ সনের মার্চ এক মহাজাগরণের মাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নেতৃত্বে স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকার আন্দোলন এ মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের জাতীয় নির্বাচন, একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও সর্বোপরি ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে প্রিয় বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা প্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ঐতিহাসিক মাইলফলক। ঘোষণা পত্রে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানে আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।" সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের মুক্তি পাগল মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও এদেশে তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে সশস্ত্র প্রতিরোধ, শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ। শুরু হয় আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম আর সাহসিকতার এক নতুন অধ্যায়। অবশেষে জাতির পিতার নেতৃত্বে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম আর অগণিত মানুষের সীমাহীন দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে আমরা পাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর ৫২ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাত ধরেই অর্জিত হয়েছে। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। ১১৬টি দেশের স্বীকৃতি ও ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল একটি গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া। সে লক্ষ্য অর্জনে বর্তমানে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা অদম্য গতিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উপগ্রহের কার্যক্রম শুরু হয়েছে, আত্মমর্যাদা আর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়েছে, পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গভীর সমুদ্র বন্দরসহ মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা পেতে শুরু করেছেন। শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। আমি এসকল সাফল্যের জন্য বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে, বলতে চাই লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্ত ও সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা রক্ষা করে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হবে, আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সহনশীলতার সাথে কাজ করে যেতে হবে। হাবিপ্রবি পরিবারের সকলের প্রতি আমি আহ্বান জানাই আসুন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে এর সার্বিক উন্নয়নে আমাদের উপর অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করি। জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের সোপান হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে সকলে আত্মনিয়োগ করি, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সকলে অবদান রাখি এই হোক আজকের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের মুলমন্ত্র।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

২৬ মার্চ ২০২৩
প্রশাসনিক ভবন

প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান
ভাইস-চ্যান্সেলর